মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড
বরিশাল
শ্রদ্ধা ও শোক

ভাষার মতিন–বাংলার মতিন

৩ ডিসেম্বর,১৯২৬। কনকনে ঠাণ্ডা, কুয়াশা আচ্ছন্ন দিন। যমুনার তীরে সিরাজগঞ্জ জিলার ধুবলীলা গ্রাম। আবদুল জলিল ও আমেনা খাতুনের ঘর আলো করে জন্ম নেয় ফুটফুটে একটি সন্তান। বাবা আদর করে নাম রাখেন আবদুল মতিন।

দিন-মাস-বছর পেরিয়ে সময় ১৯৪৭। আবদুল মতিন তখন পাকিস্তানি আর্মির অফিসার পদ ত্যাগ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ১৯৪৭ এর ১৪ আগস্ট। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায় শাসকদের আচরণ। তারা ডাক বিভাগের খাম, পোস্টকার্ড এবং মানিঅর্ডার ফরম সব কিছুতে ইংরেজির সঙ্গে যোগ করে উর্দু। প্রতিবাদী হয়ে ওঠে সচিবালয়ের কর্মচারীরা। সে প্রতিবাদ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন আবদুল মতিন। গঠন করেন "রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ" নামে ভাষার দাবী আদায়ের প্রথম সংগঠন।

২১ মার্চ, ১৯৪৮। পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ রেসকোর্স ময়দানে বক্তৃতা করলেন। সে বক্তৃতায় ঘোষিত হলো- উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। সেদিন গুটি কয়েক মানুষ তীব্র প্রতিবাদে না না করে উঠেছিলেন, তাদের মধ্যে আবদুল মতিনই প্রথম। ২৪ মার্চ কার্জন হলে সমাবর্তন বক্তৃতায় জিন্নাহ আবার ঘোষণা করলেন উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। সেদিনও সবার মধ্য থেকে একমাত্র আবদুল মতিনই দাঁড়িয়ে বলে ওঠেন নো-নো-নো।

১১ মার্চ, ১৯৪৯। ভাষার দাবীতে ধর্মঘট পালন করার মিছিলে নেতৃত্ব দেয়ার অভিযোগে গ্রেফতার হন আবদুল মতিন। দু'মাস পর মুক্ত হন তিনি।

৩১ জানুয়ারি, ১৯৫২। ঢাকা বার কাউন্সিলে গঠিত হয় 'সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ'। আবদুল মতিন সংগঠক হিসেবে সেদিন যে ভূমিকা রেখেছিলেন তা ছিল ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে ব্যাপক তাৎপর্যপূর্ণ। ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২। সরকারের পেটোয়াবাহিনী জারি করেছে ১৪৪ ধারা। তা ভাঙতে হবে। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের বৈঠকে এ নিয়ে ভিন্নমতের সৃষ্টি হয়। সংগঠকদের মধ্যে মাত্র ০৩ জন ১৪৪ ধারা ভাঙার পক্ষে মত দেন। তাদের মধ্যে আবদুল মতিন একজন। পরদিন ২১ ফেব্রুয়ারি। ঢাকা শহরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষার্থী ঐ সময়ের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলার বৈঠকে যোগ দিতে দলে দলে আসতে থাকে। আবদুল মতিন তাদের সামনে ভাষার দাবীতে উদ্দীপনা মূলক এক বক্তব্যে ১৪৪ ধারা ভাঙতে সকলকে রাজী করান। ঘটে যায় পৃথিবীতে প্রথম ভাষার দাবীতে জীবনদান।

১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত একটি কালো চামড়ার ব্যাগ সব সময় বহন করতেন তিনি। তাতে থাকত রাষ্ট্রভাষা বিষয়ক কাগজপত্র। আর রাষ্ট্রভাষা নিয়ে অবিরাম চিন্তা-চেতনা ও সংগ্রামী মনোভাবের জন্য ২১ ফেব্রুয়ারির অনেক আগেই তাঁর নামের সাথে যোগ হয় একটি উপনাম 'ভাষা মতিন'।
৮ অক্টোবর,২০১৪। মহান এই ভাষা সংগ্রামী তাঁর সংগ্রামের সকল সরঞ্জাম উত্তরসুরীদের হাতে পৌছে দিয়ে চলে গেছেন না ফেরার দেশে। চিরদিন গণমানুষের মুক্তির লক্ষে সমাজতন্ত্রের ধ্যান-ধারণায় কাজ করে যাওয়া মহান এই সংগ্রামীর প্রতি রইলো মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড বরিশালের সকল স্তরের কর্মীদের পক্ষ থেকে ভক্তি এবং শ্রদ্ধা।

প্রফেসর মু: জিয়াউল হক
চেয়ারম্যান
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড
বরিশাল